শ্রাবণী।

শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রণীত।

মূল্য ছয় আনা।

সূচী।

চিরনব	১
অন্তরবাসিনী	২
স্নানযাত্রা	৩
আবাহন	৪
অপরাহ্ণে	৫
দিনযাপন	৬
উৎসব	৭
মেঘদূত	৮
পথে পথে	৯
কোথা	১০
বিরহের মিলন	১১
সুনিপুণা	১২
গৃহলক্ষ্মী	১৩
বধূ	১৪
বারুণী	১৫
দ্বিধা	১৬
দোঁহে	১৭
কলসীর মুখ	২০
দুর্বিপাক	২১
মুকুরমায়া	২২
চুলবাঁধা	২৩
সন্তরণ	২৪
শ্রাবণী	২৫
অসমাপ্ত	২৬

শ্রাবণী।

চিরনব।

ঋতু পরে যায় ঋতু, মাস পরে মাস,
নিত্য নব নব ভাবে তোমার প্রকাশ।
মধুমাস ছিল যবে তুমি ছিলে মধু
গোপন মর্ম্মের মাঝে, অয়ি নববধু।
এখন ছেয়েছ তুমি প্রাবৃটের মেঘে
হৃদয়তমালকুঞ্জ, চিত্ত ওঠে জেগে
মত্ত ময়ূরের মত পান করি' তব
স্নিগ্ধ সুধাবৃষ্টিধারা, গন্ধ নব নব
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিধারে বসুধার,
মুগ্ধ মন কোথা যেন করে অভিসার
কোন্ বৃন্দাবনধামে—কোন্ মধুদেশে—
কেতকীবেষ্টিত কোন্ নিকুঞ্জ উদ্দেশে
কার লাগি ;—সেই মোর হৃদয়ের রাণী—
দিশে দিশে গীতিগন্ধে তাহারি বাথানি।

অন্তরবাসিনী।

মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়ে,
তুমি এস নেমে এস হৃদয়গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি।
ঘনায়ে আসুক্ আরো তিমির-যামিনী
তব চারিধারে, ঘন ঘন-গরজনে
পরিপূর্ণ হোক্ দশদিশি, সনসনে
বহুক্ পবন খরবেগে; তুমি রহ
অহরহ পূর্ণ করি' সকল বিরহ
অন্তরমন্দিরমাঝে; তব স্নেহছায়ে
সজীব হইয়া উঠে নব মহিমায়
পুরাণ বিরহ যত কুঞ্জ-অভিসার
ঝঞ্ঝাঘনগরজন শ্রাবণনিশার;
মত্ত দাদুরীর রোলে দ্বিধা কেকারবে
তুমি যেন ভরি' উঠ সর্ব্ব অবয়বে।

স্নানযাত্রা।

ঘাটে ভিড়াইনু তরী প্রভাতবেলায়,
বধূরা নেমেছে জলে গাহনখেলায়।
অঞ্চল ভাসায়ে দিয়ে চঞ্চল তরঙ্গে
দুই হাতে জল ছোড়ে কত না বিভঙ্গে।
কেহ ভরে শূন্য কুম্ভ যমুনার জলে,
কেহ হেরে চারু অঙ্গ মার্জ্জনের ছলে,
কেহ আঁখি মুদি' ধীরে ডুব দিয়া উঠে,
স্বর্ণকান্তি ফুটে কারো নীলাম্বর টুটে',
কেহ কলরব করি' মাজে গ্রীবাদেশ,
সিক্তবস্ত্রে উঠি' কেহ নিঙ্‌ড়ায় কেশ,
শ্যামাঙ্গ ভাসায় কেহ নীল জলস্রোতে—
তনু চাহে বাহিরিতে স্বচ্ছাম্বর হ'তে;
যমুনা উছলি' উঠে রূপের তরঙ্গে—
ঢেউ ওঠে ছন্দে ছন্দে শ্রীঅঙ্গে শ্রীঅঙ্গে।

আবাহন।

অমনি এস হে তুমি হৃদয়নন্দনে
বিগলিতনীলাম্বরে স্নানার্দ্রবসনে।
নাহি কোন লাজ হেথা, নাহি কোন ভয়,
এ আমার অন্তরের নিভৃত নিলয়।
হেথা তুমি রাণী শুধু নিজ মহিমায়,
নহ কেহ বাহিরের বসনভূষায়।
বাহুপাশে বাঁধা র'বে কনকবন্ধনে
দু'টি প্রাণ দু'জনার ঘন আলিঙ্গনে।
বহিয়া আসিবে ওই বক্ষতল হ'তে
আতপ্ত যৌবন তব তপ্ত স্বর্ণস্রোতে
এই বক্ষমাঝে, এই হৃদয়ের পরে,
উছসি' উঠিবে হিয়া নব রাগভরে।
এস অম্বুধ, অয়ি প্রিয়ে, অয়ি অবন্ধনে,
লাজভয় ত্যজ আসি' মর্ম্মনিকেতনে।

অপরাহ্ণে।

আবার বাঁধিনু তরী আর ঘাটে এসে,
ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে।
কলস লইয়া কাঁখে গ্রামবধূজন
গ্রামপথে হেলে দুলে করিছে গমন।
দুইধারে শস্যক্ষেত্র লুটায় চরণে,
ফুলরেণু উড়ি' আসি' লাগিছে বদনে।
তুলিয়া বসনখানি জানুর উপরে
জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভরে;
পূর্ণ করি' শূন্য কুম্ভ তুলে' লয় ধীরে,
চলে' যেতে বার বার দেখে ফিরে' ফিরে'
গৃহতটিনীর পানে সকরুণ চোখে—
কি জানি আবার দেখা না হয় এ লোকে।
তপোবনমৃগসম প্রকৃতির নীড়ে
চিরজন্ম বর্দ্ধিত সে এই নদীতীরে।

দিনযাপন।

মনে হয়, নিজ মনে সুখে আছ বেশ,
দিন কাটে অবহেলে—নাই চিন্তালেশ।
একরত্তি দেহযষ্টি তারি গবেষণা,
নিশিদিন অনুক্ষণ তাহারি সাধনা।
নানা ভঙ্গে নানা ছন্দে গ্রীবার মার্জন,
মুহুর্মুহু অঙ্গে অঙ্গে করসঞ্চালন ;
উলটি' পালটি' কভু পীন পয়োধর
মুগ্ধনেত্রে হের শোভা মূর্চ্ছামনোহর ;
শিথিলিত করি' কভু নীবীর বন্ধন
অপাঙ্গে হেরিতে থাক মেখলালাঞ্ছন ;
ছড়াইয়া পা দু'খানি নিশ্চিন্ত আলসে
আর্দ্রবাসে সিক্ত কর' ঘাটে বসে' বসে' ;
বিধাতা মেনেছে হার তব প্রসাধনে,
যুগ পরে কাটে যুগ তাহা সমাপনে।

উৎসব।

মাধবী গিয়েছে চলি', নেমেছে বরষা,
অনঙ্গ নবীন সাজে উদয় সহসা।
পরণে মেঘের বাস, ইন্দ্রধনু করে,
বৃষ্টিধারা শরজাল শোভে পৃষ্ঠপরে ;
বিজলী ঝলকে ঘন ধনুর টঙ্কারে,
দিশে দিশে মেঘমন্দ্রে মহিমা প্রচারে।
আজিকে মদন রাজা বিজয়গৌরবে
নেমে আসে স্বর্গ হ'তে নব মহোৎসবে ;
উঠিছে বসুধাগন্ধ ছাইয়া গগন,
ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে কেতকীর বন ;
কদম্বতোরণে বসি' গাহে বিহঙ্গিনী,
নানা ভঙ্গে তালে তালে নাচে শিখণ্ডিনী ;
বসুধা পরেছে চারু শ্যামল বসন,
পীনোন্নত বক্ষমাঝে উচ্ছল যৌবন।

মেঘদূত।

বর্ষা নামিয়াছে আজি দুই তীরপরে,
নদী কাঁপে থরথর নীল নীরভরে।
তরীমাঝে বসি' বসি' পড়ি মেঘদূত,
মনোমাঝে জেগে ওঠে সেকাল নিখুঁত।
সেই পুরী উজ্জয়িনী, কবি কালিদাস,
বিরহবেদনাবিদ্ধ বর্ণনাবিলাস ;
সেই সে অলকাধাম, পুণ্য রামগিরি,
মাঝখানে দীর্ঘপথ শতপাকে ফিরি'
নিরুদ্দেশ বুঝি কোন্ কেতকীর বনে—
কোন্ নীপকুঞ্জমাঝে বিরহীর মনে।
পর্ব্বতের সানুদেশে একমাত্র মেঘ—
বিরহী শুনায় তারে হৃদয়-আবেগ।
স্মরশরে জরজর যেই মূঢ় জন,
অচেতন চেতন কি বুঝে তার মন !

পথে পথে।

মনে হয়, হে কবীন্দ্র, তব সাথে যদি
পথে পথে দিন শুধু যেত নিরবধি !
দেশ হ'তে দেশান্তরে, পথ হ'তে পথে,
পুরীমাঝে, নদীতটে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে,
যৌবনের কুঞ্জগৃহে, প্রণয়ীর মনে,
নারীর রূপের মাঝে, বিরহগহনে,
পুষ্প হ'তে পুষ্পবনে সরস অন্তরে
কাটিত সুদীর্ঘ বেলা অবলীলাভরে !
ঋতু পরে ঋতু আসি' পিয়াইত মধু,
সসাগরা বসুন্ধরা হ'ত মোর বধূ ;
কালস্রোত বহে' যেত পথপার্শ্ব দিয়া—
তব সঙ্গরসে ভোর মুগ্ধ মোর হিয়া।
দুইধারে ক্ষীয়মাণ ছবি পরে ছবি—
সৌন্দর্য্যচয়নে দোঁহে মগ্ন শুধু, কবি।

কোথা ?

বুঝিতে না পারি, প্রিয়ে, আছ কোন্ খানে—
বুকের পঞ্জরমাঝে অথবা নয়ানে ?
হিয়া যবে ধকধকে বক্ষতলমাঝে
ভয় হয় পাছে তব অন্তরেতে বাজে ;
অশ্রু যবে ভরি' উঠে নয়নের পাতে
তোমারে ব্যথিছে বুঝি কি বেদনাঘাতে
তাই হয় মনে। চোখে চোখে আছ যবে
তখনো বিরহ যেন দহিছে নীরবে
অন্তরে অন্তরে,—মনে হয়, স্বপ্নসম
মায়ায় ছলিলে না ত মূঢ় মন মম
ক্ষণভরে ; প্রবাসে বিরহে হয় মনে,
নিশিদিন সাথে বুঝি আছ সঙ্গোপনে।
বাহিরে তোমারে চাহি' পাই অন্তঃপুরে,—
অন্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বহু দূরে।

বিরহের মিলন।

বিরহ কেমনে কহি আছ যবে মনে—
যদিও মিলিতে চাহে দেহ দেহ সনে।
বাহু চাহে বাহুবন্ধ, বক্ষ আলিঙ্গন,
তৃষিত অধর চাহে অমৃত-চুম্বন,
শ্রবণ শুনিতে চাহে বাণী সরস্বতী,
নয়ন নিমেষ ত্যজে হেরিতে মুরতি,
পুলক কণ্টকি' উঠে পরশের আশে,
ঘ্রাণ চাহে তৃপ্ত হ'তে অঙ্গের সুবাসে,
তনু চাহে তনু অঙ্গে পাইতে বিলয়,
যৌবন করিতে চাহে আপনারে ক্ষয়
ওই রূপবেলাতটে, লাবণ্যসৈকতে,
ভক্তজন পূজে যেথা কামদ মন্মথে;
হৃদয় নীরব শুধু হৃদয়ের মাঝে
তোমারে হেরিয়া সেথা অভিনব সাজে।

সুনিপুণা।

সাম দান ভেদ দণ্ড চারি রাজগুণে
অমোঘ প্রয়োগ তব, অয়ি সুনিপুণে!
সামে যবে বাঁধ' মন নাগপাশসম,
মনে হয় স্বর্গ বুঝি কাছে আসে মম;
দান কর' সুধা যবে বিম্বাধর হ'তে
হৃদয় প্লাবিয়া যায় যৌবনের স্রোতে।
কিন্তু তবু মাঝে মাঝে অভাগার প্রতি
ভেদবুদ্ধি ঘটে কেন, অয়ি বুদ্ধিমতি,
বুঝিতে না পারি তাহা। করেছি কি দোষ
উপজয় যাহে তব নিদারুণ রোষ—
একেবারে গুরুদণ্ড করহ বিধান
নির্ব্বিচারে? মন্ত্রী তব আছে পুষ্পবাণ,
নিরন্তর আজ্ঞাবহ সকল ভুবন—
আমা প্রতি, মহারাণি, কেন এ পীড়ন!

গৃহলক্ষ্মী।

তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জ্বল,
আজিকে তোমারে হেরি' সর্ব্ব অমঙ্গল
ধীরে সরে' যায় দূরে ; মৌন প্রেমভরে
সকরুণ আঁখি অমিয় সেচন করে
অন্তরনিভৃতে শতধারে ; হে প্রেয়সি,
গৃহলক্ষ্মীরূপে আজি তুমি মহীয়সী
আপন মহিমালোকে ; সংসারের মাঝে
ধ্রুবতারাসম তুমি সর্ব্ব শুভকাজে ,
অয়ি অচঞ্চলে ! পাতিয়াছ সিংহাসন
সর্ব্বজনমনোমাঝে গৌরবে আপন ;
ঘেরিয়াছে চারিধারে কত দুঃখ সুখ,
কত উন্মেষিত আশা , কত ম্লান মুখ।
সকল হৃদয়ভার বক্ষে লহ টানি'—
তাই তুমি, গৃহলক্ষ্মি, সকলের রাণী।

বধূ।

রূপে তুমি আলো কর সকল ভুবন,
প্রেমে উজলিয়া রাখ ক্ষুদ্র গৃহকোণ।
প্রতিদিন উঠি' প্রাতে দু'টি দৃষ্টিধারে
নীরবে ভরিয়া দাও স্নেহাশীষভারে
বিকচ হৃদয়গুলি; মঙ্গলাচরণ
যেন দীর্ঘ দিবসের হেরি' চন্দ্রানন
শুচিস্মিত প্রীতিশুভ্র কল্যাণবরষী—
নীহারনিস্যন্দী যথা পৌর্ণমাসী শশী
শরতের। হে কল্যাণি, প্রতি ক্ষুদ্র কাজে
তোমার কল্যাণ-রূপ অন্তরের মাঝে
আরো আসে ঘনাইয়া; তব স্নেহহাসি
সরাইয়া দেয় ধীরে অন্ধকাররাশি
হৃদয়ের; তুমি সেথা জাগ নববধূ,
রূপে তব দিক্ আলো, প্রেমে চিরমধু।

বারুণী।

যখনি তোমারে হেরি, সকালে কি সাঁঝে,
আধেকমগনতনু আছ জলমাঝে
লীলালস হেলাভরে; আলোকে ছায়ায়
স্বচ্ছ তনুতট হ'তে জলের রেখায়
বেলা ধীরে যায় নেমে; নীবীবন্ধতলে
শতেক তরঙ্গ টুটে মৃদু কলকলে
ফেনহাস্যে; গা ভাসায়ে দিয়ে মহাসুখে,
হে সুখিনি, তুমি রহ চিরহাসিমুখে
তরঙ্গকল্লোলমাঝে উছসিত মনে;
মরালীর মত ফিরাইয়া ক্ষণে ক্ষণে
সুঠাম গ্রীবাটি হের চারু অঙ্গখানি,
কভু ফেলি' দিয়া বাস, কভু বক্ষে টানি';
বুঝিতে না পারি তুমি নেমেছ কি জলে
অথবা খেলিছ তুমি অন্তরের তলে।

দ্বিধা।

কেহ বলে, স্বর্গ তব বাঁধা বক্ষপরে—
দু'টি কুম্ভ কূলে কূলে পূর্ণ সুধাভরে ;
রসাতল, কেহ বলে, বক্ষের অতলে
বিশ্বের হৃদয় শোষি' পূরিত গরলে।
চিরদিন কাছে কাছে আছি আমি তব,
অন্তর বাহির তবু চির-অভিনব
মোর চোখে—কোথা বিষ, কোথা সুধাসর,
কোথা মন্থনের দণ্ড, কোথা নিরন্তর
ঘুরিতেছে ভাগ্যচক্র বিষামৃতে ভরি'
নাহি পাই কোন খোঁজ। সারাদিন ধরি'
চেয়ে আছি অনিমেষে অসীম বিস্ময়ে
ওইখানে—ওই তব রহস্য-নিলয়ে।
মনে হয়, আছি যেন আঁখির পলকে,
দেবতাও নাহি জানে, স্বর্গে কি নরকে !

দোঁহে ।

হে বঁধু, তোমারি নদী, তুমিও নদীর,
অন্তরে অন্তরে দোঁহে মিলন গভীর।
তুমি না আসিলে ঘাটে সকালে সন্ধ্যায়
কপোলে ছলকি' উঠি' জানাবে সে কায়
হৃদয়বেদন যত ? কার কানে কানে
উছল যৌবনভরে মৃদু কলতানে
ঢালিবে পীযূষধারা ? সুললিত স্নেহে
জড়ায়ে শতেক পাকে সুবন্ধুর দেহে
চুম্বনে ভরিয়া দিবে ললাটে কুন্তলে
পেলব অধরপাতে ? বিবশ অঞ্চলে
আর্দ্র করি' শতধারে প্রেমলীলাভরে
ঝাঁপায়ে পড়িবে আসি' কার বক্ষপরে
দিনশেষে ? কারে দিবে ভালবাসা যত
মৌন হৃদয়ের ? আশা ও দুরাশা শত
অগাধ তলের ?
　　　　তুমি শুধু বুঝ ওই

হৃদয়বেদনা—ভাষা কলকলময়ী।
তাই দিনে শতবার নানা কর্ম্মছলে
এস এই নদীতীরে, পীন বক্ষতলে
নীলাম্বরীখানি সম্বরিয়া সযতনে,
কলসী লইয়া কক্ষে মরালগমনে।
আঁচল খসিয়া পড়ে ধীরে শিথিলিয়া
যৌবনশিখরদেশ হ'তে; মুগ্ধ হিয়া
পুলকে মুকুলি' উঠে গাহনলালসে
ওই নীলনীরে; না জানি কি নব রসে
চিত্ত ওঠে ভরি'; বিবসনা লজ্জাভরে
ঝাঁপাইয়া পড় আসি' নদীবক্ষপরে
চারু বক্ষতলে; পরিরম্ভনিপীড়নে
কি বেদনা কি সুখাশা জেগে ওঠে মনে
তন্দ্রাবেশবশে।

চারিদিকে ঘিরে' আসে
শত বাহু বাড়াইয়া তরঙ্গ-উল্লাসে

ফেনিল নীলিমা বক্ষতলে বাহুমূলে
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে নীবীবন্ধকূলে
সর্ব্ব অঙ্গে। সুধাস্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
শান্ত কর অন্তর-আবেগ; দুই হাতে
মুছি' দাও নিদারুণ জ্বালা বিরহের;
অধরের রাগে দূর কর হৃদয়ের
অন্ধ তমোভার; সুখ উঠাও উথলি'
মুগ্ধ চিত্ততট ভরি' ছলছলছলি'।
অবশেষে কিছুতে না মিটে যবে আশ,
কোন মতে নাহি মিটে দারুণ পিয়াস,
সকল হৃদয়ভার কলসীতে ভরি'
লয়ে' যাও গৃহমাঝে কক্ষতলে করি'।

কলসীর সুখ।

সারাদিন কক্ষে কক্ষে ঘুরি আমি তব,
চিত্তে লভি, হে প্রেয়সি, সুখ নব নব।
জলভরে নাহি হাসি ; তোমার পরশে
শূন্য কুম্ভ ভরি' উঠে কি মদির রসে।
ছল-ছল করি' উঠি' কাণায় কাণায়
বন্যা আসে রসাবেশে নিতম্বের ঘায়ে,
বাহুপাশে বিবশিয়া আসে সর্ব্ব দেহ,
বক্ষমাঝে রিণিরিণি বাজে তব স্নেহ।
পয়োধরগিরিশিরে ছেয়ে আসে মেঘ,
হৃদয়ে কলিয়া উঠে পুলক-আবেগ
শ্যাম ছায়াতলে। ঝুরু ঝুরু মৃদু বায়ে
আর্দ্র চুল উড়ে' এসে পড়ে মোর গায়ে।
সকল হৃদয় মোর ছলকি' উঠিয়া
তোমার হৃদয়তলে পড়ে বিগলিয়া।

দুর্বিপাক।

লক্ষ্মী উঠেছিলা, শুনি, মন্থনের পাকে
আদি যুগে দেবতার ঘরে; কলিকালে
নারী আসি' ধরা দেয় কিসের বিপাকে
হতভাগ্য পুরুষের ছিন্ন ভাগ্যজালে,
তাই ভাবি মনে। কি বন্ধনে বেঁধে রাখে
অচঞ্চলা করি' এই চিরচঞ্চলারে
ক্ষুদ্র বক্ষমাঝে! শূন্য বক্ষ দেয় তাকে
কি যে নিধি, মূঢ় জন বুঝিতে না পারে।
ভয় হয়, দেবতা ত করেনি ছলনা
কেহ নারীবেশ ধরি'! বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া
নেমে আসেনি ত কোন ত্রিদিব-অঙ্গনা
কুতূহলভরে—শুধু কৌতুক লাগিয়া!
কি বলি' সম্ভাষি তারে, কোথা দেই ঠাঁই,
আমি মুগ্ধ মানবক ভাবিয়া না পাই।

মুকুরমায়া।

সম্মুখে মুকুর লয়ে' রহিয়াছ বসি',
হেরিতেছ কত ছলে চারু মুখশশী।
কথনো কজ্জলরেখা মুছ আঁখিকোণে,
কথনো কুন্তলভার সরাও যতনে
ললাটিকা হ'তে; দু'টি অঙ্গুলিকাভরে
টিপি' টিপি' বহু যত্নে অম্লান অধরে
হের রাগরক্ত আভা; স্মিত গণ্ডদেশে
টোল খায় কতখানি তাই দেখ হেসে,
অয়ি শুচিস্মিতে! অঞ্চলের প্রান্ত দিয়ে
মুছ অকলঙ্ক মুখে কলঙ্ক খুঁজিয়ে;
বাঁকায়ে গ্রীবাটি ধীরে মরালনিন্দিত
হের কবরীর শোভা মুকুরবিম্বিত।
নিজে আর প্রতিবিম্বে দুই চিরসখী
নিরন্তর আছ দোঁহে হয়ে' চোখোচোখী

চুলবাঁধা।

সকলি তোমার, সখি, হেরি অভিনব,
দেখিতে এসেছি আজি চুলবাঁধা তব।
এক হস্তে কঙ্কতিকা, অপরে সম্বরি'
দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশপাশ সারাবেলা ধরি'
বিনায়ে বিনায়ে বেণী কি করি' কেমনে
নিবিড় কবরীবন্ধ বাঁধ আনমনে।
কি মন্ত্রে ফুটিয়া উঠে স্বর্ণসীঁথিরেথা
ছু'টি করতলচাপে—স্মরপথলেখা
যেন অভিসার লাগি'। কি পরশভরে
কুন্তল কুঞ্চিয়া আসে ললাটের পরে—
মদনে বাঁধিয়া রাখ' যার শতপাকে।
অবাক্ বিস্ময়ভরে আঁখি চেয়ে থাকে ;
ভাবিয়া না পায় চিত্ত একি মায়াবিনী
অথবা পুরাণ' সেই ঘরের কামিনী!

সন্তরণ।

আর কত বেলা ধরি' কাটিবে সাঁতার!
দিন হ'য়ে আসে ক্ষীণ, দিগন্তে আঁধার।
কখন্ নেমেছ জলে না ডুবিতে রবি,
কখন্ আসিল ঘিরে' সন্ধ্যাঘন ছবি
চারিধারে, জানিবার আগে; মিলে' আসে
আকাশ ধরণী ঘন আলিঙ্গনপাশে
স্রোতস্বিনীসুবর্ণসৈকতে; অন্ধকার
কৃপণের ধনসম মুরতি তোমার
ঢাকিছে অঞ্চল অন্তরালে। ছড়াইয়া
দুই বাহু, পায়ে কাটি' জল, বিথারিয়া
হেলাভরে সুখাবেশে শিথিলিত কায়,
বাঁধি' লয়ে' কেশপাশ, নীবীতে জড়ায়ে
বিবশ অঞ্চলভার, যেন যাও ভেসে
বাসনার সাধনার অতীত প্রদেশে।

শ্রাবণী।

নিত্য নব ছন্দোভরে চিত্ত ভরি' উঠে,
হে বরষা, তব ওই দীর্ণ বক্ষ টুটে'।
এত ধ্বনি, এত বর্ণ, এত মেঘখেলা,
এত পুষ্প, এত গন্ধ, লাবণ্যের মেলা,
এত নৃত্য, এত গান, এতেক ঝঙ্কার,
কোথা তব ছিল ঢাকা এত মনোভার !
কি নির্ঝরে বাহিরিল মুক্ত নব প্রাণ,
কি প্রবাহে মুখরিল পূর্ণ কলতান ;
কি আলোকে, হে মায়াবি, তুলিলে ফুটায়ে
বিচিত্র এ চিত্রলেখা, কি ঘন ছায়ায়
নিবিড় করিয়া আন নিখিল সংসারে
অন্তরকুলায়মাঝে ; কি কুহকহারে
হৃদয়ে হৃদয়ে কর চকিত-বন্ধন ;
কূল নাহি পেয়ে কোথা' আকুল যৌবন !

অসমাপ্ত।

মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায় ?
বলিবার যাহা ছিল সব রয়ে' যায়।
এ বাদলে কোন কথা জমে নাকো ভাল,
এ বাতাসে আর্দ্রবক্ষে নাহি জ্বলে আলো।
নিবিড় তিমিরভরে ঘনায় যে ব্যথা
মন-অন্তস্তলে, ভাষা তার নাহি কোথা
পাই খুঁজে' খুঁজে'। মেঘমন্দ্রে, বৃষ্টিধারে,
তড়িত-চকিতে, সূচিভেদ্য অন্ধকারে,
ঘননীল মেঘে, নিবিড় তমালবনে,
আর্দ্র বসুধাসৌরভে, বিরহগহনে,
কোন্ ব্যর্থ অভিসারে, কখন্ কোথায়
ফুটে ফুটে করি' যেন মিলাইয়া যায়।
মিছে আশে দিশে দিশে ঘুরিছে হৃদয়,
বলিতে আসিয়া আর বলা নাহি হয়।